মস্তিষ্কের ফাঁসি চাই

আসাদুজ্জামান শাহিন

শব্দকথা
প্রকাশন

মস্তিষ্কের ফাঁসি চাই
আসাদুজ্জামান শাহিন

প্রথম প্রকাশ:
একুশে বইমেলা-২০২৪

প্রকাশক
মনসুর আহমেদ
শব্দকথা প্রকাশন
৩৪৩৩, রামকৃষ্ণ মিশন রোড, হবিগঞ্জ।
e-mail: shobdokotha52@gmail.com
www.shobdokotha24.com
শব্দকথা প্রকাশন
মুঠোফোন: ০১৮৬১ ৫৭৫ ৫১২, ০১৭১৪ ৮৬৬ ৫৪৫

পাইকারি বিক্রয় কেন্দ্র
বুক ব্যাংক
৩৬, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

নিউইয়র্ক বিক্রয় কেন্দ্র
ডাইভার্সিটি প্লাজা (২য় তলা)
৩৭-৬৬, স্ট্রিট-৭৪, জ্যাকসন হেইট্স, নিউইয়র্ক-১১৩২
ফোন: ৯২৯৩৩০০৫৮৮।

অনলাইন পরিবেশক
রকমারি ডটকম, বইফেরি ডটকম

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
রাজীব দত্ত

অক্ষর বিন্যাস
আখতার উজ্জামান সুমন

দাম
২০০.০০৳ / 4.00 $

ISBN: 978-984-97397-6-0

Mostishker Fansi Chai by Asaduzzaman Shahin. Published by Shobdokotha Prokashon, 3433, Ramkrishno Mission Road, Habigonj-3300. First Published: June-2023. Coverer: Rajib Datta.
ISBN: 978-984-97397-6-0. Price: 200 BDT / 4.00 USD.

মৃত্যু ছাড়া কাউকে স্পর্শ করেনা

মৃত্যু ছাড়া কেউ কাউকে স্পর্শ করে না।
একমাত্র মৃত্যুই এনে দিতে পারে কাঙ্ক্ষিত মানুষের স্পর্শ।
একমাত্র মৃত্যুই এনে দিতে পারে
প্রেমিকার প্রবল প্রেম থেকে শুরু করে—
পরিবারের বিচ্ছেদ পিতার বুকের আসন।
এনে দিতে পারে উপরে উঠার লড়াইয়ে—
সামাজিক পদমর্যাদার সুপ্ত আলিঙ্গন।
মৃত্যু ছাড়া কেউ কাউকে স্পর্শ করে না।
একটা মৃত্যুই এনে দিতে পারে—
ভেঙ্গে যাওয়া মিছিলের গতি ফিরিয়ে দিতে।
একটা মৃত্যুই এনে দিতে পারে,
পুরনো সভাকে উজ্জীবনী প্রাণ দিতে।
কি অদ্ভুত এই মৃত্যু— তাইনা?
অথচ যখন বেঁচেছিল, তখন মূল্যবোধের অভাবে—
পালাতে চাইতো এই মাংস, এই পাকস্থলী, এই হৃৎপিণ্ড;
আর সভ্যতা বহনকারী এই খোলস, এই শরীর।
শাশ্বত বিশ্ব ছিল তখন নিশ্চুপ অসাড়।
যেন কেউ কারো না।
যেন কেউ চেনে না পরস্পর।
আসলে মৃত্যু ছাড়া কেউ কাউকে স্পর্শই করে না।
সত্যি বলছি কাউকে স্পর্শ করেনা।

তিরস্কার

ইন্দ্রদা যখনি করেছে তিরস্কার,
প্রতিক্ষনেই করেছি আমি তারে নমস্কার।
সমীপেষু, যতিন, নারায়ণ, বড়দার যত্ত খবরদার–
আমি যথা আজ্ঞা করে গিয়াছি নমস্কার।
তবুও জনে জনে দিয়াছে ধিক্কার করেছে তিরস্কার।
বুঝিনা বাপু!
কিহে করেছি অন্যায়, কিবা আছে অনাচার?
করিনি সমাজ সংসার,
নিজেকে বিলাবো বলে গুরুজনের কল্যাণ।
তবুও কেন তিরস্কার? কেন তিরস্কার?
দুঃখে কষ্টে দিলাম ছাড়ি, সমাজের নমস্কারি।

অতঃপর!
ভজলাল পণ্ডিত ডাকিয়া কইলেন;
ওহে বাপু শোনো–
সমাজ গড়ে সমাজপতিরা, ভাঙ্গেও তাহার দীক্ষা।
তাই বলিয়া কি ছাড়িয়া দিবা আপন কর্ম শিক্ষা?
ভজলাল পণ্ডিতের কথা শুনিয়া অন্তঃচক্ষু গেল ঢেলিয়া,
খুবই বিষন্ন হইয়া ভাবিলাম;
তিরস্কারকে করিয়াছে তিরস্কার,
লায়েকে পাইয়াছে আমার নমস্কার।
তাহাদের জন্য উদ্বৃত্ত নাই আর আমার নমস্কার,
যাহারা বুঝেনা আমার সৎকার।।

ঊনিশ শতকের জরায়ু

আমি ঊনিশ শতকের পাঁজর থেকে নেমে
জরায়ুতে বেড়ে উঠা এক সৈনিক,
অসংখ্য প্রাণের হাহাকারে সেদিন জন্ম নিয়েছিলাম
এক বিপ্লবী হয়ে।
শহরের গলিতে গলিতে সেদিন জয় ধ্বনির মিছিল হয়েছিল–
আমার আগমনে।
কার্ল মার্ক্স থেকে ফিদেল কাস্ত্রো–
নেপোলিয়ন, মেন্ডেলা, বাইজেন্টাইন বাদশা মুরাদ।
আমাকে অভিবাদন জানাতে ছুটে এসেছিল সেদিন।

আমি ঊনিশ শতকের পাঁজর থেকে
নেমে আসা এক বিপ্লবী–
আমার আহ্বানে সেদিন গলিতে গলিতে নেমেছিল–
বিক্ষুব্ধ জনতার আনন্দের জয়গানে বৈরী মিছিল।
আমি ঊনিশ শতকের পাঁজর থেকে
নেমে আসা এক দুরন্ত সৈনিক নির্ভীক।

বেকারের চিঠি

জোছনার সাগরে পতিত হলাম আমি,
পেটে ভাত নেই, শূন্য পকেট তীব্র যানজটের কবলে আটকে না থেকে
অলস শরীর নিয়ে কামারের হাতুরির মতো পা পিটিয়ে হেঁটে যাচ্ছি।
দু'সপ্তাহের জমানো ভাড়ার টাকায় চপ্পল কিনেছি– পিচঢালা উত্তপ্ত পথে
হাঁটা বড় দায়।
আমার কবিতায় প্রেমের বদলে বিদ্রোহ আসে, তাই পত্রিকায় আর ছাপাবে
না বলে স্রেফ জানিয়ে দিয়েছে সম্পাদক সাহেব।
সেই থেকে কবিতার কামাইও বন্ধ।
তিন দিনের ক্ষুধায় টিউশনে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম–
ছাত্রের মা জানিয়ে দিলো আর আসতে হবে না।
স্নাতকের দু'বছর পরেও চাকরি জোগাড় করতে না পারায়
গ্রামে যেতে লজ্জা হয়।

প্রিয়তমার সাথে আলাপ হয়না বেশ ক'দিন– তার পিতার আদেশ;
বিসিএস না হলে বেকারের হাতে তুলে দিতে পারবে না মেয়েকে।
আদর্শ কন্যার মতো সেও সোসাইটি মেইনটেইন করে যাচ্ছে।
চায়ের বিল দিতে পারিনা বলে আমার কোন বন্ধু হয়না এই শহরে।
কুকুর হয়ে বসে রইলাম তাই ভাতের হোটেলে।
শেষ ইন্টারভিউতে জানতে চাইলো– রেফারেন্স কী?
মুচকি হেঁসে ফাইল নিয়ে বেরিয়ে আসলাম।
বুঝতে পারলাম, আমি একজন উচ্ছিষ্ট বর্জ্য এই শহরের।
শহরকে নোংরা করা ছাড়া আমার কিছুই করার নেই আর।

এক মাতালের সাথে সন্ধ্যায় দেখা– "বাঁচতে হলে আমার সাথে এসো" বলে
নিয়ে বসাল মদের আসরে।
পাগলের আর্জিতে কি ঈশ্বর এই দোকানে ঢেলে দিয়েছে
জান্নাতি সরাবের নহর?
আচ্ছা এতে কি পাপ নেই?
হে ঈশ্বর আমাকে তুমি উঠিয়ে নাও আসমানে।
অথবা বৈধ করে দাও হেমলক।